Interview details

Interview with Saswati Roychoudhury

Interviewed by Mousumi Mandal

মৌসুমি: তুমি ছোটবেলা থেকে বাবা, দাদু বা বাড়ির লোকের কাছ থেকে পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে কি গল্প শুনেছ?

শাশ্বতী : হ্যাঁ আমি আমার অ্যাকচুয়্যালি দুই সাইডের পারিবারই, মানে আমার বাবার দিকে বলতে গেলে বা মার দিকে বলতে গেলে, ওরা হচ্ছে দেশ ভাগ এফেক্টেড পরিবার, তো আমি দুই সাইড থেকেই আমি অনেক রকমই গল্প শুনেছি. কিন্তু দুই সাইডের গল্প একদম অন্য রকমের গল্প বাবার দিকের বা মার দিকের একদমই অন্য রকমের গল্প। যদি শুরু করি বাবার দিকে বলতে তাহলে আমি আমার বাবার ফ্যামিলিরা ওরা আসার পরে কুদ্ঘাটে প্রথমে সেটল করে। তখন যেমন ছিল যে চাকরি বাকরি ছিলনা তো তারা চাকরি বাকরির জন্য খোঁজ করছিল। তো আমার ঠাকুরদা যিনি, ঠাকুরদা টিচার ছিলেন। তারপর উনি দিল্লিতে রায়সিনা স্কুলে একটা চাকরি পান তখন ওখানে সি. আর. পার্কে, ওনারা কুদ্ঘাট থেকে সি. আর. পার্কে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে চলে যায়। তারপর ওখানে চাকরি করতে গিয়ে তারপর পাঞ্জাবে আরেকটা চাকরি পায় তখন তারপর ওখানে পাঞ্জাবে যায়। পাঞ্জাবে এক বছর ছিলেন। তারপর পাঞ্জাব থেকে তখনো খুব একটা সেটল ডাউন করেনি ইন্ডিয়াতে এসে, তখনো সবকিছু গুছিয়ে উঠতে পারেনি। ইন দা মিন টাইম আফ্রিকাতে অনেক টিচার রিক্রুট করা হচ্ছিল. কেন তখন আফ্রিকার এডুকেশন আপলিফট করার জন্য আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, অনেক ফান্ডিং দিচ্ছিল, তো অনেকরকম টিচার রিক্রুট করা হচ্ছিল, পৃথিবী জুড়ে অনেক জায়গা থেকে ... ইন্ডিয়া থেকে একটা অনেক সংখ্যাক টিচার নেওয়া হয়েছিল। তখন যা হয় আমাদের এখানকার পরিবাররা আফ্রিকায় যাবে হঠাৎ করে সেইটা নিয়ে তাদের একটা ভয় ছিল। তো আমার দুই পিসি আছে, বাবা আর দুই পিসি, তখন ঠাকুর্দারা মেয়েদেরকে নিয়ে যেতে আফ্রিকা একটা অজানা জায়গা, মেয়েদেরকে নিয়ে যেতে সাহস পাননি। তখন

মেয়েদের এখানে সারদা আশ্রমে পড়াশোনা করার জন্য মেয়েদেরকে ইন্ডিয়াতে রেখে গেছিল। তারপর ওরা শুধু বাট একজন সন্তানকেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল সেইজন্যে শুধু বাবাকেই নিয়ে গেছিল আফ্রিকাতে। তারপর আফ্রিকাতে অ্যাডিস অ্যাবাবা বলে একটা জায়গা আছে, ইথিওপিয়ার ক্যাপিটাল, অ্যাডিস অ্যাবাবাতে সেট্‌ল করে ওখানে গিয়ে। ওখনে কিন্তু আরো অনেক বাঙালি গেছিল, যারা ইমিগ্রান্টস ছিল, যারা চাকরি ছিলনা যাদের সেট্‌লমেন্টের ইয়ে ছিল, বাঙালিও অনেক ছিল, আবার পাঞ্জাবিও অনেক গেছিল। ইন ফ্যাক্ট আফ্রিকাতে অ্যাডিস অ্যাবাবাতে একটা বাঙালি কলোনি ছিল যারা মেজরলি ইস্টবেঙ্গল মাইগ্রান্টস্‌, তাদের... অ্যান্ড মেজরলি ওরা কিন্তু টিচিং প্রফেশনই ছিল বিকস অনেক টিচার রিক্রুট করা হয়েছিল আফ্রিকা তে। আমি ওখানকার গল্প যেটা শুনেছি পার্টিকুলারলি আমি আমার ফ্যামিলির গল্প শুনেছি দাদুর মধ্যে খুব ভয় ছিল যে রুটটা হারিয়ে যাবে, বাংলাটা কোথাও ইয়ে হয়ে যাবে, ছেলেরা রবীন্দ্রনাথকে চিনবে না, দুর্গা পুজো কি জানবেনা এটা একটা ইয়ে ছিল। এই ভয়ে নাকি দাদু... আমার ঠাকুরদা একটা স্ট্রিক্ট রুল করেছিল যে বাড়িতে বাংলা ছাড়া কোনো ভাষা তারা বলতে পারবেনা, ওই জন্য বাড়িতে স্ট্রিক্টলি বাংলা বলা হত ... বিকস বাবা তো আফ্রিকাতেই পড়াশোনা করেছিল। তার এই ছিল যে ছেলে বাংলা শিখবে না। এমন কি এটাও শুনেছি যে ওখানে গিয়ে বাঙালিরা রবীন্দ্র জয়ন্তিও করতেন, সরস্বতী পুজো ছোট করে করত, ওখান... আস্তে আস্তে খাবার দাবারও নাকি ওরা মাছ, ইয়ে সব যারা কিছু ভাবে জোগাড় করা ওদের মধ্যে প্রচন্ড সেই একটা ভীতি ছিল যে তাদের বাংলাটা কোথাও যেন হারিয়ে না যায়, সবার মধ্যেই প্রচন্ড ডিপ্রেশন ছিল, সেটা রুল করে হোক বাড়িতে ইয়ে হোক যে বাংলাটা ধরে রাখতে হবে। তারপর ওখান থেকে বাবা চলে যায় আমেরিকাতে, কিন্তু দাদুরা ইয়েতেই থাকে, আফ্রিকাতেই চাকরি করতে থাকে। তারপর আফ্রিকা থেকে একেবারেই চলে আসে আবার যখন রিটায়ারমেন্টের পরে কলকাতায় চলে এসে, কলকাতায় চলে এসে সল্টলেকে থাকে। তারপর বাবা আমেরিকা থেকে ফেরত আসে। আমি একটা বাড়িতে কনট্রাডিকটরি দুটো জেনারেশন দেখেছি। একটা জেনারেশন, দাদু সবসময় বলত আমি মারা যাবার আগে আমি বাংলাদেশ একবার যাব, আমার বাড়িতে একবার যাব, দাদুর মধে প্রচন্ড নস্টালজিয়া ছিল বাংলাদেশ নিয়ে, সে যখনি টিভি দেখতেন বাংলাদেশের কোনো প্রোগ্রাম হলো, কোনো আর্টিস্ট কিছু বলছে,

সেটা...আবার বাবার ছোটবেলা কেটেছে আফ্রিকাতে, তার নস্টালজিয়া ছিল আমি যদি আবার আফ্রিকাই ফেরত যেতে চাই। দুটো জেনারেশনে দুটো অদ্ভুত নস্টালজিয়া ছিল। আর সত্যিই কিন্তু দাদু লাস্টে একবার, তখন ওনার আশি বছর বয়স ছিল। তখন ওনার মনে হলো আমি হয়ত আর বেশি দিন বাঁচব না, তখন উনি বাংলাদেশ গেলেন, জাস্ট যে আমি মারা যাবার আগে একবার আমার বাড়ি যেখানে ছিল... ওনার বাড়ি ফরিদপুরে ছিল, তো সেই একবার আমাকে বাড়িটা দেখতে যেতে হবে, সেই লাস্টে একবার বাড়ি, বাংলাদেশে গিয়ে তার বাড়ি ফারি সমস্ত কিছু দেখে এসেছিলেন। তো সেই আর সবসময়ই কলকাতা এসেও তাদের একটা ইয়ে ছিল যে আমার রুট, রুটটা সবসময়। কলকাতা এসেও সল্টলেকে এসেও সে দুর্গা পুজো শুরু করে, প্রচুর বই লেখে পার্টিশন নিয়ে, তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে, সবসময়ই দেখতাম কিছু না কিছু, কিছু না কিছু লিখছে, কিছু না কিছু পড়ছে, মেলা শুরু করে বিধাননগর মেলা, তাদের, ওই মেলাটা তিন বন্ধু মিলে শুরু করেছিল। তাদের যে ওই রুটটা, রবীন্দ্রজয়ন্তি করা। তারপর আমি বাড়িতে ছোটবেলায় দেখতাম প্রভাত ফেরির আয়োজন করত। সে আমাদের বাড়িতে, তখন সল্টলেকে এত কম্যুনিটি সেন্টার ছিল না, কিছু ছিল না, একটা বড় হল আছে, সব আমাদের ঘরেই সব সাজাগোজা হত, আমাদের ঘরেই রিহার্সাল হতে দেখেছি, তো সেই ভাবে মানে আমি... আবার বাবাকে একদম অন্য রকম কনট্রাডিকটরি ইয়ে তে দেখেছি, যে সে বিবিসিতে আফ্রিকার কিছু দেখালে সেটা দেখত, ইয়ে করত। আর মার দিকের বলতে গেলে, মার দিকের আমার অন্য গল্প, মা-রা এসেছিল, পার্টিশনের আগেই আমাদের ফ্যামিলি চলে এসেছিল। যখন দাঙ্গা শুরু হচ্ছে সবে সবে, '৪৭-এর আগে, তারা চলে এসেছে, মার কাছে শুনেছি যে মার জেঠু যে, ওনার নাকি যখন ট্রেনে আসছিলেন, ওনার হাতে কাট মার্ক ছিল, ট্রেনে আসতে গিয়ে ওনার হাতে একটা কাট মার্ক পরেছে, কিন্তু উনি বেঁচে গেছিলেন। আর ছোটবেলা থেকে আমার মায়ের বাপের বাড়ির দিকে, আমার মামার বাড়ির দিকে মা-দের এক পিসিমাকে দেখেছিলাম, বিধবা পিসিমা, তিনি সবসময় একটুখানি ইয়ে হয়ে থাকতেন, তারপর শুনেছিলাম, ওরা যে ওই ট্রেনে আসছিল ওই ট্রেনে সবার সামনে পিশেমশায়ের গলা কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, পিশেমশায়কে ওরা বাঁচাতে পারেনি, মার বাবা কোনোমতন, শুনেছি যে ট্রেনের কামরার বাথরুমে লুকিয়ে পড়ে বেঁচে এখানে

ফিরেছে। ওনারা, আমার মা-র বাবারা এখানে এসে সেট্‌ল করেছিল বাগমারিতে। বাগমারিতে শুনেছি একটা বাড়ি ছিল যেখানে মুসলিমরা... মুসলিমরা ওই বাড়িটা খালি করে দিয়ে গেছিল। আমার মা-র বাবা, মা-রা, ওখানে এসে সেট্‌ল করেছিল। ওখানে এসে মুসলিমদেরই বাসনে... তখন বাসন পত্র সবকিছু ওরা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছিল। ওরা এসে ওদের বাসনপত্র সব ইউস করে, সেটাকে ইয়ে করেছে, তারপরে... আর শুনেছি নাকি আসার থেকে পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়াতে আসাতে নাকি হেল্প করেছিল আমার দাদুর এক মুসলমান বন্ধু ছিল, সেই নাকি সমস্ত কিছু আরেঞ্জ করে, পুরো ফ্যামিলিটাকে এখানে ট্রান্সফার করতে সেই হেল্প করেছিল। তারপর এখানে এসে সেট্‌ল করে তাদেরও খুব কষ্টে দিন কেটেছে, একটা ছোট্ট ঘরে..., তারপর, ওই মুসলমানদের ওই বাড়িতে থাকার পরে একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল, তারপর একটা ছোট্ট দোকানে, নিজেদের সমস্ত যা গয়নাগাঁটি ছিল সেইগুলো বিক্রি করে একটা ছোট্ট ঘরে..., শুনেছি নাকি প্রথমে একটা কিছু জারে কিছু চকলেট, তারপরে চানাচুর এইসব বিক্রি করত, তারপরে ওখান থেকে আস্তে আস্তে অনেক দোকান করেছে, অনেক ইয়ে করেছে... তারপরে এসে এখানে তারপরে এখানে সল্টলেকে সেট্‌ল করে, সল্টলেকে কোয়ালিটিতে, কোয়ালিটির দোকানগুলো তারপরে উনি করেন, তারপরে সেট্‌লড লাইফ ছিল, তারপর থেকে ওরা সল্টলেকে, এই জন্য আমার কোনদিনও মানে আদি বাড়ি বলতে আমি কিছু জানিনা, কেন আমার ঠাকুরদারা একদম সি.আর. পার্ক থেকে, দিল্লির সি.আর. পার্ক থেকে আফ্রিকায়, তারপর আফ্রিকা থেকে একদম কমপ্লিট করে একদম কলকাতা মানে সল্টলেকে এসে বাড়ি তৈরি করে। তাই জন্য আদি বাড়ি কোনো, আমি কোনো, আমাদের কোনো এই বাড়ি বলতে সল্টলেকেই বাড়ি আছে... এই সব আমি ছোটবেলা থেকে শুনেছি।

মৌসুমি: আচ্ছা তুমি তাহলে এত তো গল্প শুনেছ, তোমার কাছে দেশ ভাগ কি মানে -

শাশ্বতী : দেশ ভাগ বলতে তাদেরকে যে, তাদের গোড়া থেকে তুলে আনা, যে তাদের আদি বাড়ি থেকে তুলে আনা। আমাদের সবাইকেই যদি, দেশ ভাগ যদিও না হয়, আমরা সবাইকেই যদি আমাদের রুট থেকে তুলে আনা হয় সেটার একটা কষ্ট আছে, মানে

আমি যেটা বলছিলাম যে আমার বাড়িতে বাবাকে দেখেছি আফ্রিকার জন্য ইয়ে করতে, কারণ সেটা হয়ত তার রুট ছিল, ছোটবেলা থেকেই ইয়ে। এইটা এখানে দাদুকে যেমন বলছি দেখেছি যে বাংলাদেশের জন্য, হয়ত, দেশ ভাগ না হয়েও যদি কাউকে রুট থেকে তুলে আনা হয় সেটার একটা কষ্ট থাকে আলাদা। আর তারপর যদি সেটা সেই রুট থেকে তুলে আনাটার সাথে যদি আরো ভয়োলেন্স, আরো অত্যাচার জড়িয়ে থাকে সেটা সারা জীবনের জন্য ইয়ে হয়ে যায়... মাথায় থাকে।

মৌসুমি: তোমাকে যদি প্রশ্নটা করি যে তোমার দেশ বলতে তুমি কি বোঝো?

শাশ্বতী : আমি যেমন বললাম আমি ছোটবেলা থেকেই এখানে বড় হয়েছি, আমার দেশ বলতে, আমার এখানেই বাড়ি সল্টলেকই বাড়ি, আমি এই বাড়িতেই থেকেছি, এখানেই বড় হয়েছি, পড়াশুনো, সবকিছুই..., এখানে চাকরি বাকরি, সবকিছুই এখানে... তাই আমার বাড়ি বলতে, আমার রুট বলতে এটাই, আমার রুট বলতে আমি এখনো বাংলাদেশের সাথে আমি এখনো রিলেট করতে পারিনা, আমার রুট -

মৌসুমি: আচ্ছা যে আজকের দেশভাগ, আজকের যে পরিস্থিতি এটা তোমার কাছে কি অর্থ বহন করে? আজকের যেই পরিস্থিতি, এই যে দেশভাগ হয়ে আছে সেটা তোমার কাছে কি মানে রাখে?

শাশ্বতী : আমি আমার পড়াতে গিয়ে, আমি যে বললাম আমি পড়াই, হিস্ট্রি পড়াই, আমি পড়াতে গিয়ে একটা জিনিস বুঝেছি যে এখনকার জেনারেশনের মধ্যে, ওরা কিছু শুনে এসেছে যে এরা খারাপ, এরা ভালো, ওরা হয়ত জানেও না যে কি হয়েছিল ঘটনা, কেন হয়েছিল? বাড়িতে যেমন বলেছে যে এই লিডার খারাপ ছিল, এই কম্যুনিটি খারাপ ছিল, এই কম্যুনিটি ভালো ছিল, ওরা ঐটুকুই জানে আজকের দিনে, আজকের দিনে জানে না ওরা কেন বলছে, এটা খারাপ ছিল, ওই লিডার বেশি ভালো ছিল, ওই লিডার বেশি খারাপ ছিল, তারা কিন্তু কিছুই জানেনা, তাদের বাড়ি থেকে যা বলেছে, তারাও ছোটবেলায় শুনেছে, সেটাই হয়ত তাদের কাছে সত্যি। এখনকার এই জেনারেশনটা

সেইভাবেই, হয়ত এর পরের জেনারেশনের কাছে আরো ইয়ে থাকবে না, এটা আমি আমার পড়াতে গিয়ে আমার আরো বেশি অভিজ্ঞতা হয়েছে যে যতটা ওরা বাড়ি,... যে যেমন বাড়ি থকে শুনে এসেছে, যার বাড়ির যেমন এক্সপিরিয়েন্স সে সেটাকেই এক্সপিরিয়েন্সটাকেই ভয়েস করে, সে জানে না সে এটাকে কেন বলছে, বা কিসের জন্য, কি ব্যাখ্যা।

মৌসুমি: এটায় তোমার কি মনেহয়?

শাশ্বতী : আমার মনে হয় যে এই যে আমাদের এখনকার জেনারেশন, এখনকার জেনারেশন না আস্তে আস্তে ওই ইয়েটা চলে যাছে, তারা অনেকেই জানেনা কি হয়েছিল, আরো যত জেনারেশন যাবে সেটাই ইয়ে চলে যাবে, আমরা যদি, আমারও যেমন, আমিও কি সবটা জানি? সবটা জানি না। আমরা যদি এটাকে কোনোভাবে সংরক্ষণ করতে পারি বা বা ইয়ে করতে পারি, সেটা খুব ভালো হবে। যদি আমাদের অন্য রকম হিস্ট্রি আছে, সেটাকে যদি ইয়ে করা যেতে পারে।

মৌসুমি: আচ্ছা তুমি তোমার কথায় বললে যে আফ্রিকায় তোমার ঠাকুরদা থেকেছেন এবং অনেক ধরনের, অনেক ধরনের কালচারাল প্রোগ্রাম করেছেন, ওটা নিয়ে যদি আরেকটু বিস্তারিত বল।

শাশ্বতী : আমি যেটা আরো শুনেছিলাম কালচারাল প্রোগ্রাম বলতে, আমি গল্পের ছলে শুনেছিলাম যে আমার ঠাকুরদা মানে... ওনার একটা রবীন্দ্রনাথের প্রতি খুব ইয়ে ছিল, রবীন্দ্র জয়ন্তী হবে, ইয়ে হবে, আমি শুনেছিলাম যে ওনার, মানে ওখানকার যারা বাঙালিরা থাকত, তাদের বাচ্চারা কিন্তু আফ্রিকান স্কুলেই পড়ত, তখনো ওদের ইন্ডিয়ানদের জন্য আলাদা স্কুল ছিল না, ওখানকার ইন্ডিয়ান বাচ্চা প্লাস আফ্রিকান বাচ্চা নিয়ে, ওরা, ওদেরকে ওরা যতটুকুনি ভাঙ্গা ভাবে বলতে পারে ততটুকুনি নিয়ে একটা রবীন্দ্র জয়ন্তী সেলিব্রেট করা, ইয়ে করা। আমি আমাদের এখনো যারা আফ্রিকার ফ্যামিলি এখানে এসে, যারা চলে এসেছে ইন্ডিয়াতে, তাদের এখনো এখানে সেট্‌লমেন্ট যাদের আছে,

আমাদের গেট টুগেদার হয়, আমি তাদের কাছে শুনেছি নাকি তারা প্রচুর ভাবে শুঁটকি মাছ খুঁজতে যেত। একজন এক মহিলার কাছে এটা শোনা গল্প যদিও আমার যে বলছে যে একবার গন্ধ পেয়েছে শুঁটকি মাছের, তখন বলছে আফ্রিকাতে কিছুতেই শুঁটকি মাছ আসতে পারেনা, তো সে বলছে না বাঙাল শুঁটকি মাছের গন্ধটা ভুল করে, ভুল হতে পারেনা, তখন দুই মহিলা নাকি ওই গন্ধটাকে ট্রেস করে করে গেছে, তারপর দেখছে সত্যি একটা বাড়িতে শুঁটকি মাছ, তারা কোথাও থেকে জোগাড় করেছে। তখন তারা, ওই যে শুঁটকি মাছ খাওয়া, তাদের, বাঙালরা, শুঁটকি মাছ খাওয়া সেটা, বা যারা যখন ইন্ডিয়াতে আসত কখনো, সে খাবারগুলো নিয়ে যাওয়া যেখানে ওটা পায়না। ওদের মধ্যে এইগুলো খুব ছিল যে বাঙাল এটা কি করে খাবেনা, এটা কি কোনোভাবেই এসে তাদেরকে ইয়ে করতে হবে। তো সেই সব গল্প আমি শুনেছি। কিভাবে তারা ছোট ভাবে হয়ত সরস্বতী পুজোর দিন স্কুলে একটা ছোট ভাবে সেলিব্রেট করছে। তো সেই ভাবে তাদের বাচ্ছাদেরকে নিয়ে গিয়ে, মানে বাঙালি কম্যুনিটির বাচ্ছাদেরকে নিয়ে গিয়ে সরস্বতী পুজো সেলিব্রেট করছে, ওখানে কোনো আরো অনুষ্ঠান হলে তাদের মতন করে সেলিব্রেট করা, সেইটা, মানে ওদের নাকি একটা বাঙালি কলোনি ছিল। সেখানে সব সেলিব্রেশন হত। সমস্ত ছোটখাটো পুজো হত, ইয়ে করত, তাদের সেই রুটসটা,... আবৃত্তি হত, বাংলা আবৃত্তি, বাংলা গানের অনুষ্ঠান হত, মানে ওই বাঙালি কলোনির মধ্যে, যাতে সে বাংলাটা না হারিয়ে যায়, তাদের ।

মৌসুমি: তুমি বলেছ যে তোমার ঠাকুরদা দেশভাগ নিয়ে অনেক লেখা লিখেছেন, সেটার ব্যাপারে কি কিছু বলবে? কি মনোভাব তুমি জানতে পার বা দেখতে পার?

শাশ্বতী : তার মধ্যে মনোভাব যেটা আমি দেখতে পেরেছি প্রচন্ড নস্টালজিয়া, যেটা আমি বুঝতে পেরেছি, সাংঘাতিক একটা নস্টালজিয়া যেটা তোমাদেরকে বললামও যে সবসময় বলছে যে একবার আমি আমার ভিটিটা দেখতে যাব, একবার আমি ইয়ে করতে যাব, মানে তার সমস্ত কিছুর মধ্যেই প্রচন্ড একটা নস্টালজিয়া, উনি যখন গেছিলেন বাংলাদেশে সে তারপর ওখানে গিয়েও ওখানের কিছু সিঙ্গারদের সাথে ইয়ে করেছে। আমি ছোটবেলায় দেখেছি, ছোটবেলায় বাড়িতে দুটো জিনিস খুব... আরো একটা

কনট্রাডিকটরি জিনিস দেখেছি, বাংলাদেশে যখন উনি গেছিলেন, বাংলাদেশের লোকেরা আমাদের বাড়িতে, উনি ইনভাইট করে এসেছিলেন, বাংলাদেশ থেকে লোকেরা এসেছিল তখন দাদু একটা সঙ্গীত অনুষ্ঠান বাড়িতে রেখেছিলেন, আমাদের এখানকারও কিছু, পাড়ার যারা ভালো গান গায় ইয়ে গায়, তারা এসে এখানকার গান বাংলাদেশ থেকে যাদেরকে ইনভাইট করেছিল তারা এসে, গান একটা, ছোট্ট, ঘরোয়া একটা অনুষ্ঠান, ওটা আমাদের বাড়িতেই হতে দেখেছি, আমার এটাও দেখেছি যে আমার বাবা যেহেতু ছোটবেলা থেকে আফ্রিকায় থাকত, উনি হয়ত এখানে একমাত্র লোক ছিলেন যিনি ফ্লুয়েন্ট আফ্রিকার ভাষা বলতে পারত। যখন রোটারি ক্লাব থেকে আফ্রিকান স্টুডেন্টসরা আসত, সব আফ্রিকার লোকেদের, আফ্রিকানদের আসতে দেখেছি। তারা এসে আমাদের বাড়িতে আসত, কোথায় কি যাবে, মানে বাবা দুটো জেনারেশনের দুটো কানেক্টিভিটি একদম আলাদা ভাবে দেখেছি। তো সেই জন্যে মনে হয়, যে যেখানে বড় হয়ে উঠেছে, তার হয়ত রুট সেটাই, সেখানে ফিরে যেতে চায়। মানে খুব দুটো দেশের দুটো আলাদা কালচার আলাদা ইয়ে, আমি দুটোই খুব ছোটবেলা থেকে দেখেছি, বাংলাদেশের লোকেরাও আসছে, আফ্রিকার লোকেরাও আসছে, তারা এসে একটা ভাষায় কথা বলছে, সেই ভাষায় আমি জানিও না, আমি তখনো বুঝতে পারিনা, এখনো বুঝিনা, কিন্তু আমি দেখতাম যে আসছে, সেখানে একটা, মানে আফ্রিকান যারা রোটারি ক্লাব থেকে আসছে, আমার বাড়িতে পাঠানো হত, যেহেতু আর কেউ আফ্রিকান ভাষা পুরো অত ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারতনা। সেই জন্যে সেটা আমি দেখেছি বাড়িতে।

মৌসুমি: আচ্ছা তুমি বলেছ যে তোমার দাদুর বাড়ি যারা বাগমারিতে উঠেছিলেন তারা মুসলিমদের বাড়িতে হিন্দু হয়ে থাকা এটার ব্যাপারে কোনো মনোভাব কিছু ভাবনা, যদি কিছু বল।

শাশ্বতী : আমার দিদাকে আমি অনেক বড় বয়েস অবধি দেখেছি, দিদা কিন্তু প্রচন্ড গোঁড়া মানুষ ছিলেন। প্রচন্ডই আচার বিচার সমস্ত কিছু মানতেন। জাত, ধর্ম সব মানতেন। তখন পরিস্থিতিতে যখন যেমন পরেছিলেন তখন ওটাই তাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হয়েছিল। আবার যখন আমি দেখেছি যখন নিজেদেরকে, আবার পরিস্থিতি ঠিক হয়ে

গেছে, আবার কিন্তু সে সেই গোঁড়াটাই রয়ে গেছে। কিন্তু তার আগে যখন বিপদে ছিলেন। মুসলমান বন্ধুই, তাদের কাছেই গল্প শোনা যে মুসলমান বন্ধু সব নাকি আরেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছিল যে ঠিকভাবে পৌঁছাতে পারে। সমস্ত বাসন কেনার পয়সা ছিলনা, বাড়িতে ছেড়ে চলে গেছে তাদেরই বাসনে খাওয়া, তাদেরই উনুনে রান্না করা সেই সবই করেছে, আবার যখন পরিস্থিতি ভালো হয়ে গেছে, আবার হয়ত সেই একই গোঁড়ামোতে, আচার বিচার গোঁড়ামোতে সে চলে গেছে।

মৌসুমি: আচ্ছা ওপার বাংলা নিয়ে, এপার বাংলায় যে বিভিন্ন আচার বিচার আছে, অনুষ্ঠান সেগুলো কি দেশভাগের পরেও তোমাদের বাড়িতে প্রভাব ফেলেছে, এইগুলো কি এখনো করা হয়, সেই ধরনের অনুষ্ঠান আচার বিচার?

শাশ্বতী: আসলে আমাদের দুটো পরিবারই যেহেতু ওপার বাংলা থেকেই এসেছে, হ্যাঁ আমার মার দিকের পরিবারে বেশি আচার বিচার দেখেছি, বেশি অনুষ্ঠান দেখেছি, সমস্ত যে সে ঝুলন হয়েছে, সে বড় করে ঝুলন হয়েছে, সমস্ত সমস্ত অনুষ্ঠান হয়েছে, কিন্তু বাবার দিকে আবার আমি অন্য রকম দেখেছি যেহেতু ওরা অন্য দেশে চলে গেছিল, ওদের এতটা আচার বিচার আমি বাবার দিকে দেখিনি। তারপর বাবা যেহেতু, আরও আমেরিকায় চলে গেছে, সেই জন্যে বাবার বাড়িতে খুব বেশি আচার বিচার আমি দেখিনি। আবার মার বাড়িতে দেখেছি সবই একেবারে খুব বড় ভাবে সমস্ত কিছুই হত, কিন্তু আবার বাবার বাড়িতে আবার কি ঠাকুরদাকে দেখেছি, বললাম না কম্যুনিটিতে দুর্গা পুজো করা, কম্যুনিটিতে রবীন্দ্রজয়ন্তি করা, প্রভাত ফেরি করা, এইগুলো আবার কম্যুনিটি বেসড ইয়ে হতে আমি বেশি দেখেছি বাবার বাড়ি। যেখানে মার বাড়িতে দেখেছি যে বড় করে কৃষ্ণকে সাজিয়ে ঝুলন করা, মার বাড়িতে সেটা দেখেছি।

মৌসুমি: আচ্ছা যে এই সব বিভিন্ন গল্প, দেশ ভাগের গল্প, এগুলো কি, তোমার পরের জেনারেশনএর লোকজনকে তুমি এটা কি পাস ডাউন করবে?

শাশ্বতী : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করব, আমি এখনো যেমন আমি বলছি, আমি পড়াই, আমি এখনো কিন্তু আমি যখন পড়াই, আমি ইতিহাসের টিচার তো আমি যখন, আমি তাদেরকে পার্টিশন পড়াচ্ছি, আমার তো নিজের অভিজ্ঞতা, পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স নেই, আমি যখন যখন গল্প, তাদের কাছেও গল্প করি তখন তাদেরকে এইসব, এই কথাগুলো বলি, সে তাদের কাছে, এমন কি তাদেরকে এগুলো নিয়ে প্রোজেক্টও করাই স্কুলে, তারা কি পাচ্ছে, এখন কি পাচ্ছে? যতটা, কারোর কারোর ইন্টারভিউ নিতে পেরে। নিশ্চই নেক্সট জেনারেশনকে, আমার নিজের পরিবারের নেক্সট জেনারেশনকে সেটা তো নিশ্চয়ই, অবশ্য বলব।

মৌসুমি: এরকম কিছু কি গল্প আছে যেইগুলো তুমি বলতে চাও না তোমার ফিউচার জেনারেশনকে সেরকম যদি কিছু থাকে, সেটা যদি শেয়ার কর।

শাশ্বতী : আমি সেটা, সেরকম মনে হয়না যে আমি কোনো একটা ফিউচার জেনারেশনকে, কেনই বা বলতে চাইব না সেরকম ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে ঘটেছে, তো সেটা। যেমন এখনো বলছি যে আমার দিদা পরবর্তীকালে গোঁড়া আবার হয়ে গেছে, সেটা যদি সত্যি তো সেটা সত্যি, সেটা নেক্সট জেনারেশনকে বলব, নিশ্চয়ই বলব, সেটা যদি জেনারেশনকে বলতে হয় যেটা ট্রু ন্যারেশন যেটা হবে।

মৌসুমি: তোমার কাছে এই মুহূর্তে দেশ ভাগ কি অর্থ বহন করে?

শাশ্বতী : এই মুহূর্তে দেশভাগের অর্থ আমাদের..., আমাদের দেশে বসে যেটা দেখি, যে একটা বাঙাল ঘটির বিভেদ, সেটা এখনো আছে, এরা বলে তাদের খাওয়া, তাদের আচার বিচার, এমনকি তাদের ব্যবহারও বলা হয় নাকি বাঙালরা এরকম হয়, তাদের এরকম ব্যবহার হয়, ঘটিদের এরকম ব্যবহার হয়, এই দেশে বসে সেটাই দেখি যে এখন বাঙাল ঘটিদের ইয়ে, আর ইতিহাস, ইতিহাস যখন আমি পড়াচ্ছি তখন কি হয়েছিল দেশভাগের, কি ইয়ে হয়েছিল, সেটা এখন একটা ইতিহাস হয়ে গেছে, আর এখানের

মধ্যে এখনো, এখানে থেকে যেটা দেখতে পারি, এখনো বিয়ের সময় বাঙাল ঘটি, এখনো বন্ধুদের মধ্যেও দেখতে পারি যেই জেনারেশন কিছুই জানেনা তারাও দেখতে পারছি যে তারা বাঙাল ঘটি নিয়ে ঝগড়া করছে, তারা কেউ যদি ঘটি বাড়ি যায়, তাদের রান্না নিয়ে ইয়ে হচ্ছে, তাদের... তাদের ব্যবহার, তাদের কোন মানুষটা বেশি ভালো হয়, সেটা নিয়েও তাদের মধ্যে একটা, সবসময় একটা ইয়ে লেগে আছে সবকিছুর মধ্যে। এখানে বসে সেটাই দেখতে পাই। আর... আর একটা, আর একটা জেনারেশন যারা দেখেছে দেশভাগকে যারা তাদের মধ্যে আরেকটাও ধর্মের ইয়েটাও অনেকটা দেখতে পাই, যে, হিন্দু মুসলমান কেউ, কেউ পুরো দোষ একটা জাতিকে দিচ্ছে, কেউ দোষ আরেকটা জাতিকে দিচ্ছে, সেটা আরো দেখতে পাই যাদের হয়ত যেই জেনারেশনটা দেখেছে, যেই জেনারেশন, আর এই জেনারেশন তারা যেমন গল্প শুনেছে, তাদের যেমন ইন্টারপ্রিটেশন গল্প শুনে তেমন, সেটা আজকে এখানে, এই দেখে বসে যেটা ...

মৌসুমি: আচ্ছা তোমার কোনো কখনো ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স যেটাই বাঙাল ঘটি, বাঙাল হওয়ার জন্য কখনো ফিল করা যে...

শাশ্বতী : হ্যাঁ বাঙাল ঘটি এক্সপিরিয়েন্স আছে, কেন আমি, কেননা আমার, মার বাড়ির দিকে দিদাদের সবসময়ই দেখেছি বাঙাল ভাষায় কথা বলতে, এমন কি আমার মাও যদি দিদার সাথে কথা বলত, এমনি সময় ওরা পুরো বাংলা পরিষ্কার ভাষায় কথা বলত, নিজেদের মধ্যে যেমন দেখেছি তারা বাঙাল ভাষায় কথা বলছে, তারপর আমরা যেমন দেখেছি, আমরা চিরকালই জানি বাঙালরা বেশি ঝাল খায়, আমাদের বাড়িতে ঝাল খাওয়া হচ্ছে, ঘটি বাড়ির রান্নায় মিষ্টি হয় বেশি। সেই সব দেখেছি। তারপর আমি বাঙাল মেয়ে যেহেতু, সবসময় বলা হয় যে বাঙাল মেয়েরা ঝগড়ুটে হয়, সেই সবও বলা হয়। সেই সবের পেছনে হয়ত, হয়ত না ইতিহাস আছে, সেটা কেন বলা হয়, সেটার পেছনে ইতিহাস আছে. তো সেটা সবসময়ই সর্বত্র দেখা যায় যে বাঙাল মেয়েরা বেশি বোল্ড হয়, বেশি ঝগড়ুটে হয়, সেটার পেছনেও, হয়ত যারা বলছে এমনি বলছে, সেটার পেছনেও একটা কারণ আছে, তার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে। বাড়িতেও

দেখেছি বাঙাল ভাষায় কথা বলতে। তারপর ত্রিপুরার কিছু রিলেটিভ আছে আমাদের, তারা যেমন তারা যেমন তাদের ভাষায় কথা বলে, ওটা আবার বাঙাল ভাষা থেকে একটু অন্যরকম ভাষা। সেই ভাষাটায় কথা বলা, তো...

মৌসুমি: আর বাঙাল আর রেফিউজি এর কোনো মানে বহন করে? রেফিউজি পুরনো বাবা দাদুর কাছে গল্প?

শাশ্বতী : রেফিউজি যেটা আজকে আমার মনে হয় যে আমাদের খাবার দাবার, এই যে বলছিলাম না, বাঙাল মেয়েদের ঝগড়ুটে বলা হয়, বোল্ড বলা হয়, তারা হয়ত রেফিউজি হয়েছিল বলে, তারা সাফার করেছিল বলেই তারা আজকে বোল্ড হয়েছে আজকে তাদের চরিত্রটা ইয়ে হয়েছে, তাদের খাবার দাবারটা আজকে ডিফারেন্ট, সেইজন্যই তাদের খাবার একটা সময়ে ছিলনা। বা অনেক জায়গায়ই তারা লিবার‍্যাল, বাঙালদেরকে আমি যেমন আমার ইয়েতে দেখেছি যে অনেক সময়ই তারা দেখা যাচ্ছে তারা বেশি হিন্দু-মুসলিম এই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। সব সময় বলছি না অনেক সময়ই দেখা যাছে তারা অনেক বেশি লিবার‍্যাল, তারা। তাদের এই যে বাঙাল, বাঙালদের কে যেটা বলা হয় সেটা রেফিউজির অস্তিত্বতার থেকেই হয়ত, তাদেরই চারিত্রিক গঠনটা হয়ত ঘঠেছে, গঠন হয়েছে।

মৌসুমি: তা কোনো এক্সপিরিয়েন্সর কোনো গল্প শুনেছ?

শাশ্বতী : মানে রেফিউজির এক্সপিরিয়েন্স?

মৌসুমি: মানে রেফিউজি হবার জন্য কোনো কখন কোনো আচরণ, কোনো স্পেসিফিক আচরণ?

শাশ্বতী : মানে তাদের আচরণ? বলছ?

মৌসুমি: তাদের প্রতি আচরণ...

শাশ্বতী : তাদের প্রতি এখানে এসে যে আচরনে, আমার মার বাড়ির দিকে শুনেছি, যেমন তখন তাদের থাকার জায়গা ছিলনা, তখন তারা কোথায় থাকবে, কি করে থাকবে? মানে তাদের সেই ইয়েটা, তাদের কষ্টটা, তাদের যেই সাফারিংটা, এখানে হয়ত অনেকেই অনেকটা বুঝতে পারতনা, বা আমাদের মাদের কাছে শুনেছি তাদের পড়াশোনা করা ছোটবেলায়, তখনো তারা সেই ভাবে, দাদুর ওই ভাবে সেট্‌ল হতে পারেনি, কিন্তু তাদেরকে আমার মা-রা, চার ভাইবোন, সেই চার ভাইবোনকে পড়াশুনো করানো, সেটার মধ্যে একটা স্ট্রাগল, সেটা মানে এখানে যখন তারা বাগমারিতে যখন থাকত, একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করে থাকত, চার ভাইবোন একটা ঘরেই হয়ত পড়াশুনো করত, তো সেই স্ট্রাগলটা..., এখানে এসে তারা কোনো অত্যাচার ফেস করেনি সেভাবে কিন্তু হ্যাঁ তাদের স্ট্রাগলটা হয়ত সেইভাবে, অনেকেই বুঝতে পারেনা, যে তাদের, তাদের ওখানে একটা স্ট্যাটাস ছিল, ওখানে একটা লাইফস্টাইল, সেট্‌লড লাইফস্টাইল ছিল, তাদেরকে সেটা পুরোটা ছেড়ে আসতে হয়েছে, তো সেটা হয়ত অনেকে বুঝতে পারেনা। কিন্তু আবার এখানে তাদের কোনো অত্যাচার হয়েছে বা কিছু, সেরকম গল্পও শুনিনি।

মৌসুমি : বর্ডার শব্দটা তোমার কাছে কি অর্থ বহন করে?

শাশ্বতী : বর্ডার এখন দেখো আমি আমার ইয়ে তে যেটা বলছি, বা দেখেছি, বুঝেছি, আজকে তো দেশভাগ হয়েছিল, হিন্দু মুসলিম ইয়ে তে দেশভাগ হলো, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান দুটো ইয়ে হলো, আবার পাকিস্তানেও যখন পরের পরবর্তীকালেও দেখছি, যে সে ধর্মটার থেকে আবার ভাষাটা বেশি ইয়ে হয়ে গেল। সেটার পরে আবার আবার সেখানে আবার আরেকটা ভাগ হলো, আরেকটা দেশ সৃষ্টি হলো, সেটা অনেক সময়ে ধর্ম কখনো ভাষা কখনো কিছু রূপ নিয়ে আমাদের মধ্যে যে বিভেদটা, সেটাই বর্ডার ইয়ে করে। বর্ডার বলতে যেটা, বর্ডারের সামনে যারা থাকে, তদের অভিজ্ঞতা হয়ত আলাদা, আবার বর্ডার থেকে আমরা যারা অনেকটা দূরে থাকি, আমাদের কাছেও অভিজ্ঞতাও অনেকটা আলাদা। আমাদের কাছে যেমন আমরা জানি যে যে ওটা ক্রস করতে গেলে, এতদিন

আমার পাসপোর্টটা লাগত না, এখন আমার পাসপোর্টটা লাগবে। আমি এতদিন যেই জায়গায় আমার বাড়ি ছিল, সেখানে এখন আমায় যেতে গেলে আমাকে এখন ভিসা করাতে হবে, আমার একটা পাসপোর্ট লাগবে, তারপরই আমি আমার আগের বাড়িটাতে গিয়ে উঠতে পারব, কেননা সেখানে এখন একটা বর্ডার তৈরী হয়ে গেছে, হয়ত সেটা আমার নিজের বাড়ি, ছোটবেলা থেকে থেকেছি, তো সেটাই।

মৌসুমি: আর বাড়ির মেয়েদের ব্যাপারে যদি একটু কিছু বল, মানে সেই সময়কার, আসার পর, কেমন এক্সপিরিয়েন্স হয়?

শাশ্বতী : আমার ছোটবেলার থেকে যেটা সবচেয়ে আমার মনে গেঁথেছে, আমার মার পিসিমা। আমি ছোটবেলা তখন বুঝতাম না। ওনাকে ছোটবেলার থেকেই দেখেছি সাদা শাড়ি পড়তে, রেগে রেগে থাকতেন, আমাদের ভালোবাসতেন, আমরা তখন একদমই ছোট, রেগে থাকতেন, সবার সাথে একটু, সেটা ভাবতাম, সবার সাথে, সেটা ভাবতাম কেন এত রেগে থাকে, কেন এরকম ভাবে কথা বলে। সেই যে ওনার হাজব্যান্ডকে সেই ট্রেনে আসার সময়, চোখের সামনে কেটে ফেলা হয়েছিল। তখন ছোটবেলা আমার বোঝার ক্ষমতা ছিল, ছোটবেলায় কেউ আমাকে সেই কথাটা বলেনি। বড় হয়েই শুনেছি তার, বড় হয়ে শুনেছি, তার ইয়ে তে আমি দেখেছি সে চিরকাল আশ্রিত, কারোর না কারোর বাড়িতে সেই থাকছে। তার একটা ছোট ছেলে ছিল, সেই ছেলেকে নিয়েই সে চিরকাল কোথাও না কোথাও আশ্রিত, সেই কয় মাস এখানে এক মাস থাকছে, ওখানে থাকছে. কিন্তু যাদের বাড়ির এটা কিন্তু সত্যি কথা বলতে যাদের বাড়িতে পুরুষরা ছিলেন, তাদের কিন্তু সেই হার্ডশিপটা দেখিনি। আমার দিদারা কিন্তু পরে, যতই পরে সেট্‌লড করেছে যতই হার্ডশিপ থাকুক এখনো মনে হয় যে সে তার ওই, এক্সপিরিয়েন্সের পরে সে কিন্তু আশ্রিত। তারপর মাদের কাছেও শুনেছি, তাদের প্রথম ছোটবেলায়, কষ্ট করে করতে হয়েছে, আমার মনে মধ্যে যেটা খুব দাগ কেটেছে, সেটা হচ্ছে পিসিমাকে, আমার ওই দিদার কথা, সে সবসময়ই চিরটাকাল ইয়ে হয়ে থেকেছে।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved